খবরে প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 54 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 8 August, 2025 ● ২২ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

মিহিরের পরিবারকে ৬ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বরখাস্ত করা হয়েছে তেলিয়ামুড়ার এসডিএমকে খোয়াইয়ের জেলাশাসককে শো-কজ

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো মিহিরলাল দেবনাথের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। মোট ছয় লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষনা করা হয়েছে। যার মধ্যে দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে ৪ লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। এছাড়াও ঘটনাটির তদন্তের জন্য, রাজস্ব সচিব (ত্রাণ পুনর্বাসন ও দুর্য্যোগ ব্যবস্থাপনা) এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করবেন। তৎসঙ্গে তেলিয়ামুড়ার এসডিএমকে তাৎক্ষণিকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। খোয়াইয়ের জেলাশাসক ও সমাহর্তাকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে। সমাজকল্যাণ ও সামাজ শিক্ষা মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী সান্তনা চাকমা মৃত ব্যক্তির বাসভবন পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিহির লাল দেবনাথ এর মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোন ধরনের আপোষ করা হবে না।ততসময়পর্যন্তসরকারেরউপর ভরসা রাখার আহবান করলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ নিজ সামাজিক মাধ্যমে এই খবর জানিয়েছেন তিনি।

খবরের জেরে মাঠে নামলো বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। বগাফা কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক রাজীব সেনের কুম্ভ নিন্দ্রার খবর প্রকাশের পর লোক দেখানোরজন্য মাঠে নামলো কৃষিদপ্তরের তত্বাবধায়ক। বৃহস্পতিবার বগাফা কৃষিদপ্তরের উদ্দ্যোগে কাঞ্চননগর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় কৃষকদের জমিতে কমিউনিটি ট্রান্সপ্লেন্টিং পদ্বতিতে ধানের চারা রোপনের কর্মসূচী পালন করা হয়। ধানের চারা রোপনের পূর্বে স্থানীয় কৃষকদের নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠীত করা হয়। আজকের এই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুরপরিষদের চেয়ারম্যান সপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আজকে কেন এই ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে এবং এই পদ্বতিতে ধানচাষের গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের সামনে কিছু বক্তব্য তুলে ধরেন শান্তির বাজার পুরপরিষদের

ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা। তিনি জানান বিগতদিনে কৃষকরা সার থেকে শুরু করে অন্যান্য সামগ্রী পেতে গেলে নেতৃত্বদের সাক্ষর নিতে হতো এবং আন্দোলন করতে হতো। বর্তমান সময়ে কোনো প্রকার সাক্ষর ও আন্দোলন ছারাই কৃষকরা সমস্ত প্রকারের সুযোগ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য শেষে সকলে একত্রিত হয়ে মাঠে গিয়ে ধানের চারা রোপন করেন। আজকের এই কর্মসূচী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা।

মন্দিরের সিমেন্ট চোর বিজেপি নেতার ভাই এর শাস্তির দাবীতে পথ অবরোধ

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। মন্দিরের সিমেন্ট চুরি করেছে বিজেপি নেতার ভাই! অভিযোগ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ডিএম কলোনীর ক্ষুব্ধ জনতার!! তার শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে স্থানীয়রা! দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ডি.এম কলোনী এলাকায় কালি মন্দির নির্মাণের সিমেন্ট চুরির ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল তেলিয়ামুড়ার ডি.এম কলোনি। অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের দক্ষিণ কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান শুভঙ্কর দাসের ভাই সুযেন দাস কালি মন্দির নির্মাণ কাজের জন্য বরাদ্দকৃত সিমেন্ট চুরি করে নিয়ে যায়। ফলে মন্দির নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন ধরে স্থবির হয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত, ডি.এম কলোনি এলাকার দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী কালি মন্দির নির্মাণের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। সেই বরাদ্দে নির্মাণকাজ শুরু হলেও, চুরির অভিযোগ সামনে আসার পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। চুরির ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীর কঠোর শাস্তির দাবিতে স্থানীয়রা ডি.এম কলোনির গ্রামীণ সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করেন। প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে চলে এই অবরোধ। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় এবং আশ্বাস দেওয়া হয় যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। এভাবেই জনসেবায় নিযুক্ত শাসক দলীয় নেতাদের পরিবারের লোকেরাই ঘটিয়ে চলেছে অপরাধ। যা নিয়ে নিন্দার ঝড় তেলিয়ামুড়া জুড়ে।

অন্তোদয় হয়েও আবাস যোজনার সুবিধা থেকে বঞ্চিত মান্দাইয়ের এক পরিবার

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। ত্রিপুরার রাজনীতিতে তিপ্রামথা দীর্ঘদিন ধরে জনজাতি অধিকার, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের প্রশ্নে সরব থেকেছে। কিন্তু যখন পূর্ব নোয়াবাদী এডিসি ভিলেজের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী অন্তোদয় রেশন কার্ডধারী দেববর্মা পরিবারের মতো মানুষরা বছরের পর বছর নিরাপদ বাসস্থানের জন্য লড়াই করে যাচ্ছে, তখন প্রশ্ন উঠছেতাদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করা দলটি কোথায়? একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার উন্নয়নের গল্প বলছে, সবকা সাথ সবকা বিকাশের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অন্যদিকে পূর্ব নোয়াবাদী এডিসি ভিলেজের নন্দ সন্ধু এলাকায় অবস্থিত অন্তোদয় রেশন কার্ডধারী দেববর্মা পরিবার আজও বঞ্চিত একটি নিরাপদ ছাদের অধিকার থেকে। বিশু চন্দ্র দেববর্মা ও তাঁর ছেলে বীর বাহাদুর দেববর্মা বর্তমানে এক ঝুঁকিপূর্ণ কাঁচা ঘরে বসবাস করছেন, যার মাটির দেওয়াল ইতিমধ্যেই ভেঙে পড়েছে, আর তার গায়ে পুরনো টিনের বেড়া কোনোরকমে ঠেকানো। বর্ষার দিনে জীবন একপ্রকার প্রতিনিয়ত মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে। পরিবারটি একাধিকবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার (ঞ্চঞ্চ) জন্য আবেদন করেও আজ পর্যন্ত কোনও ঘর পায়নি। জিও-ট্যাগিং-এর প্রক্রিয়া হয়েছে একাধিকবার, তবুও ফলাফল শূন্য। বীর বাহাদুর দেববর্মা সংবাদমাধ্যমের সামনে দাঁড়িয়ে আক্ষেপ করে বলেন, 'আমরা সরকারি ঘরের জন্য বহুবার আবেদন করেছি। এখনো কিছুই পাইনি। জানি না আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে।' সরকারি প্রচারমাধ্যমে বলা হয়েছিল, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর আবাস যোজনার ঘর বরাদ্দের কাজ গতি পাবে। কিন্তু বাস্তবের ছবিটা এখনো অনেক দূরে। রাজ্যের বহু অঞ্চলের মতো এই এলাকাও সেই 'উন্নয়নের রথ'-এর বাইরে পড়ে রয়েছে। প্রশ্ন উঠছেজনজাতি অধ্যুষিত এই দুর্বল পরিবারের কপালে কবে আসবে সরকারি আবাসনের ছাদ? আর কত রাত ভয় নিয়ে ঘুমোতে হবে তাদের? এটা শুধু এক পরিবারের নয়, এটি বহু অনাহারী, গৃহহীন মানুষের বাস্তব চিত্র। ত্রিপুরার অনেক প্রত্যন্ত এলাকার মতো এখানেও সরকারি সুবিধা পৌঁছানোর পথ দীর্ঘ, ধীর এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। তিপ্রামথার উচিত ছিল এই পরিবারের মতো বহু জনজাতি পরিবারের দুঃখ-দুর্দশাকে সামনে এনে প্রশাসনের ঘুম ভাঙানো। কিন্তু তেমন কোনো দৃশ্যমান উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। শুধু রাজনৈতিক ভাষণ নয়, বাস্তবে মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয়।

নদীর পাড় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, খুনের আশঙ্কা পুলিশের

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। নদীর পাড় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। আজ দুপুরে খোয়াই চাম্পাহাওড় থানার দিনকোবরা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে ফরেনসিক টিম। ওই ঘটনায় তদন্তে নেমেছে পুলিশ। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, আজ সকালে খোয়াই চাম্পাহাওড় থানার দিনকোবরা এলাকার নদীর পাড় থেকে এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পান এলাকাবাসী। সাথে সাথে পুলিশকে খবর দিয়েছেন। এলাকাবাসী জানিয়েছেন, খোয়াই থানার অন্তর্গত মহাদেব টিলা এলাকার বাসিন্দা ৪২ বছরের ছেলে নারায়ণ দেবনাথের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে গতকালও মৃত নারায়ণ দেবনাথ কে দেখা গিয়েছিল। আজ নারায়ণ দেবনাথ মৃতদেহ সংশ্লিষ্ট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য খোয়াই জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

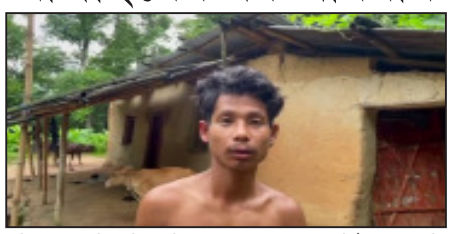

পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ওই যুবককে খুন করা হয়েছে। ওই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিম।

নিহত লড়ি চালকের বাস ভবনে মন্ত্রী মণ্ডুলীর সমাগম

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। নিহত লরি চালক মিহির লাল দেবনাথের দশদা কাঞ্চনপুর স্থিত বাড়িতে এক ঝাঁক মন্ত্রী সমাগম। ছিলেন মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মন্ত্রী টিঙ্কু রায় এবং মুখ্যসচেতক কল্যাণী রায়। চালক মিহির লাল দেবনাথের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানালেন মন্ত্রী টিংকু রায় ও সান্তনা চাকমা, সরকারি সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হলো ৬ লক্ষ টাকা। তেলিয়ামুড়ার চাকমা ঘাটে দুর্ঘটনায় নিহত কাঞ্চনপুর দশদা, বড়হলদি এলাকার লরি চালক মিহির লাল দেবনাথের পরিবারের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানাতে আজ তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন রাজ্যের দুই মন্ত্রী টিংকু রায় ও সান্তনা চাকমা। এদিন মন্ত্রীরা মিহির লাল দেবনাথের বাসভবনে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত আর্থিক সহায়তা হিসেবে মিহির লালের পিতার হাতে ৬ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন তারা। সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে মন্ত্রীদ্বয়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলাশাসক ও সমাহর্তা চাঁদনী চন্দন, কাঞ্চনপুরে মহকুমা শাসক ডক্টর দীপক কুমার। অন্যদিকে দুঃখের দিনে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে কল্যাণী রায় ব্যক্তিগত সহায়তা হিসেবে তুলে দিলেন ৫০ হাজার টাকা! পাশাপাশি বিধায়িকা এলাকার সাধারণ মানুষ ও সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকদের এই শোকাবহ সময়ে পরিবারটির পাশে থাকার আহ্বান জানান।

শুকনো গাঁজা উদ্ধারে সাফল্য পেল বিশালগড় পুলিশ

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গোপন খবরের ভিত্তিতে ঢ্রউ০১ঋঙ্ক ০৬৯২ নম্বরের একটি গাড়িকে ধাওয়া করে ৪৯ প্যাকেটে মোট ৯৮ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। উক্ত অভিযানে নেতৃত্ব দেন বিশালগড় থানার ওসি ইন্সপেক্টর বিজয় দাস। পরে ঈঙ্খঞ্চ প্রসেনজিৎ দাসের উপস্থিতিতে গাড়িতে তল্লাশি চালালে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানার পুলিশ একটি ঞ্চঙ্ঘঞ্ছ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করছে বলে জানিয়েছেন ঈঙ্খঞ্চপ্রসেনজিৎ দাস।

গর্ভধারিণী মা এবং স্ত্রীর উপর পাশবিক নির্যাতনে অভিযুক্ত ছেলে

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। নিজের গর্ভধারিনী মা এবং নিজের স্ত্রীর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের ঘটনা ছেলের। ঘটনা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে ওই এলাকার স্বর্গীয় প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবল নিরঞ্জন দাশের ছেলে লিটন দাস ওরফ ভুইচালি নামে এই বিবাহিত যুবক প্রায় প্রতিনিয়তই মদের নেশায় আসক্ত হয়ে তার ঘরের বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী সন্তানদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে। তার এই নির্যাতনে অতিষ্ঠ তার পরিবারের লোকজন সহ স্থানীয় এলাকাবাসীরা। এরই মধ্যে লিটন দাস বুধবার থেকেই মদের নেশায় আসক্ত হয়ে তার ঘরের বৃদ্ধা মা এবং স্ত্রী সন্তানদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এমনকি ঘরের আসবাবপত্র ভাঙচুর শুরু করে। বৃহস্পতিবার ও তার এই আক্রমণ বন্ধ হয়নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে লিটন দাসের স্ত্রী আমতলী থানায় খবর দিলে আমতলী থানার এসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর গোপাল দাসের নেতৃত্বে অন্যান্য পুলিশ ও ডি এস আর বাহিনী ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। কিন্তু পুলিশ আসার টের পেয়ে লিটন দাস বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এদিকে লিটন দাসের নির্যাতিতা স্ত্রী এবং নির্যাতিতা বৃদ্ধা মা পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলে। আমতলী থানার পুলিশ জানিয়েছে তার বিরুদ্ধে পুলিশের পক্ষ থেকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এলাকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা এই ঘটনায় রাজ্য মহিলা কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সুষ্ঠ তদন্তের দাবি জানাচ্ছে।

তরুণী শ্লীলতাহানির ঘটনায় নয়া মোড়, গ্রেফতার অভিযুক্ত ব্যক্তি

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। এক জনজাতি তরুণী কে চলন্ত বাসে শ্লীলতাহানির চেষ্টা করার ঘটনায় রাতারাতি শোরগোল পরে যায় বিশ্রামগঞ্জ বাজার সহ গোটা রাজ্যে। বাস গাড়ি ভাংচুর, যাত্রী দের উপর অতর্কিত হামলা ইত্যাদি ঘটনার জেরে পুলিশ প্রশাসনের দিকেও তির্যক বাণ ছোড়াছুঁড়ি হয়েছে ব্যাপক। রাজ্যে নারী নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রশ্নের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ তথা যাত্রী নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন বাণে বিদ্ধ হয় রাজ্যের সরকার সহ আইন কানুন ব্যবস্থা। তবে এই সমস্ত কিছুর জের সামলে নিজেদের দায়িত্ব পালন করলো পুলিশ। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার দোষী ব্যক্তি। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ মঙ্গলবার আগরতলা টু বিশ্রামগঞ্জ নিজ বাড়ি আসার পথে চলন্ত বাস গাড়িতে এক মাঝ বয়সী ব্যক্তি দ্বারা শ্লীলতাহানির শিকার হয় এক জনজাতি শ্রেণীর তরুণী। সে গৌহাটি তে এয়ার হোস্টেস এর বিষয় নিয়ে ইন্টার্নশিপ করছে। এদিন বিমান যোগে প্রথমে সে আগরতলা এয়ারপোর্টে আসে। পরে সেখান থেকে নাগেরজলা এবং বাস গাড়িতে করে তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রউনা হয়। তখনই চলন্ত বাসে এক ব্যক্তি তার সাথে অপকর্ম করার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। জানা যায়, ঐ ব্যক্তি বিশালগড় এই নেমে যায়। কিন্তু তরুণী ঘটনা ফোন যোগে নিজ বাড়িতে জানালে আগে থেকেই বিশ্রাম গঞ্জে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে তার পরিবারের লোক সহ আশেপাশের এলাকাবাসী। অবশেষে বাস টি বিশ্রাম গঞ্জে পৌছা মাত্রই এলপাতারি আক্রমণ চালায় ক্ষুব্ধ জনজাতি অংশের মানুষ। তাতে তিপ্রা মথা দলের কিছু নেতৃত্ব ও ছিল বলে ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। মুহূর্তের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে পরে উক্ত এলাকা। রাস্তা অবরোধ করে রাখা হয়। প্রশাসনের আধিকারিকেরা ছুটে যায়। রাত আনুমানিক ১.৩০ মিনিট নাগাদ জারি করা হয় ১৬৩ (যা পূর্বে ১৪৪ নং ধারা ছিল) নং ধারা। রাতভর এমনকি পরের দিনেও বহাল থাকে আরক্ষা প্রশাসন। এদিকে ঐ তরুণীর বয়ান মূলে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। যার জেরে আঁখেরে সাফল্য পাওয়া গেল। বৃহস্পতিবার , বিশালগড় মহিলা থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ব্যক্তি। জানা গেছে তার নাম সুকুমার বনিক। পুলিশ যদিও তার চেহারা প্রকাশ্যে আনেনি নিরাপত্তার খাতিরে। তাকে হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করছে পুলিশ। ততসঙ্গে তাকে কোর্টে প্রেরন করা হবে বলেও জানানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার জেরে যে তাণ্ডব হয়েছে এবং বরাবর খবরের মাধ্যমে যেভাবে মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন উচিৎ পদক্ষেপ গ্রহন না করলে তা রাজ্যে নারী সুরক্ষা ব্যবস্থায় আরও বড় দাগ রেখে যেত। আগামী দিনে এধরণের ঘটনা ঘটাবার আগে যাতে মানুষ দু বার ভাবেন, আর সমাজের এধরণের নোংরা মানসিকতা সম্পন্ন মানুষ গুলোর যাতে বোধোদয় হয় এটুকুই আশা।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২২ শ্রাবণ, ১৪৩২ বাংলা

শারদোৎসব এলেই সংস্কার শুরু

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই চিত্র ধরা পড়ছে। সারা বছরের ৬ ঋতু তে যে সরকার শীত ঘুমে আচ্ছন্ন থাকে ঠিক শারদীয়ার প্রাক্কালে তাদের ঘুম ভাঙে। তখন তড়িঘড়ি সংস্কার কাজ শুরু হয়। শহরতলীর ভাঙা চোরা রাস্তা সংস্কারের হিড়িক প্রতিবারের মতোই এবারেও। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে মোটর স্ট্যান্ড এর মূল সড়ক এর বেহাল দশা কারো কাছে অজানা নয়। বহুতল বিশিষ্ট কমপ্লেক্স নির্মানাধীন অবস্থায় মোটর স্ট্যান্ড এর সড়ক দীর্ঘ সময় যাবৎ জীর্ণ দশায় ভুগছে। নিত্য চলাচল কারী যানবাহন ও যাত্রীদের দুর্ভোগ নিয়ে হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের। সারা বছর একই ধাঁচে চলছে। কিন্তু পূজো ঘনিয়ে আসতেই ভাঙা রাস্তায় ইট দিয়ে জোড়াতালির কাজ শুরু হয়ে গেছে। যার মেয়াদ ও ঐ পূজো অব্দিই। পূজোর দিন কয়েক এই পথ কিছুটা চলাচলের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে হয়তো। কিন্তু তার পরেই আবার বেহাল দশায় ফিরে আসবে এই পথ। শুধু মাত্র এই একখানা পথ নয়, এমন বহু ভগ্ন রাস্তায় সাময়িকী সংস্কার চালাবে পুরো নিগম ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর। কিন্তু স্থায়ী সমাধান দেওয়া হবে না। ফলে সমস্যা সেই তিমিরেই দাঁড়িয়ে থাকবে। উন্নয়নের নামে এধরনের ভোগান্তি মানুষ এর কাম্য মোটেও নয়। মানুষ উন্নয়ন চায় বটে। তবে, উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের এহেন ভোগান্তি যাতে না হয় সেটাও সুনিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন!

পরিষেবা

হাসপাতাল ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৫৮৮৮ টি এম সি ঃ ২৩৭০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক ঃ ৯৪৩৬৪৬২৮০০। অ্যাম্বুলেন্স ঃ রামঠাকুর সংঘ ঃ ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, ব্লু লোটাস ক্লাব ঃ ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা ঃ ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, রিলিভার্স ঃ ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ঃ ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব ঃ ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ শতদল সংঘ ঃ ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, চাইল্ড লাইন ঃ ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক ঃ জিবি ঃ ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আই জি এম ঃ ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস ঃ ৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব ঃ ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, তরুন সংঘ ঃ ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। শববাহী যান ঃ ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন- ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা ঃ ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা - ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, সমাজ কল্যাণ সংঘ - ৯৭৭৪৬৭০২৪২, ব্লু লোটাস ক্লাব-৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট ঃ ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন ঃ ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স ঃ ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) ঃ ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব ঃ ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, নব অঙ্গীকার ঃ ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, ফায়ার সার্ভিস ঃ প্রধান স্টেশন ঃ ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট ঃ ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন ঃ ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার ঃ ২৩৮ ৩১০১ পুলিশ ঃ পশ্চিম থানা ঃ ২৩৮-৫৭৬৫, পূর্ব থানা ঃ ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা ঃ ২৩৭-০৩৮৫, এয়ারপোর্ট থানা ঃ ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল ঃ ২৩২-৫৭৮৪, বিদ্যুৎ ঃ ১৯১২, বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া ঃ ৯৪৩৬১২৪৪৯২, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর ঃ ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো ঃ ২৩৪-১২৬৩, রেল সার্ভিস ঃ রিজার্ভেশন ঃ ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস ঃ টি আর টি সি বিল্ডিং ঃ ২৩২-৫৬৮৫।

ঠাট্টা-মশকরা সমাজের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ

ঠাট্টা-মশকরা সমাজের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু 'হিউমার' বা কৌতুককে আর নিতে পারছে না সমাজে অনেকে। বিশেষ করে যাঁরা 'প্রভাবশালী'। তারই শিকার মুনাওয়ার ফারুকি। ভারতের আলোচিত কৌতুকশিল্পী তিনি। দর্শক-শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে সরাসরি পারফর্ম করতেন। গেল সপ্তাহে ঘোষণা দিয়ে পেশা থেকে ইস্তফা দিলেন শাসক রাজনীতির চাপে।

এ রকম সাংস্কৃতিক দুঃসংবাদের সমসাময়িক নজির বিস্তর। তালেবান ক্ষমতায় এসেই হত্যা করেছিল কান্দাহারের কমেডিয়ান নজর মোহাম্মদকে। স্থানীয়দের কাছে তিনি খাসা জওয়ান নামে পরিচিত ছিলেন। গত এপ্রিলে বেইজিংয়ের থিয়েটারে এক কমেডি শোকে প্রায় সাত হাজার ডলার জরিমানা করেছে সে দেশের সরকার। একই সময় রেঙ্গুনে মিয়ানমার সরকার আটক করে দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা ৬০ বছর বয়সী জারগানাকে। এসব মনে করিয়ে দেয় সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এনবিসিতে কমেডি শো 'স্যাটারডে নাইট লাইভ' বন্ধ করতে খুব চেষ্টা করেছিলেন সে সময়। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কার্টুন আঁকিয়েদের নামও যুক্ত করতে চায় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থা। তাঁরা এখন আর আঁকেন নাবহুমুখী শঙ্কায়।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রে হাসিতে এত অ্যালার্জি কেন প্রভাবশালীদের? এটা গণতন্ত্রহীনতার কফিনে শেষ পেরেকের মতো হয়ে উঠছে কি না?

মুনাওয়ার ফারুকির জন্ম গুজরাটের জুনাগড়ে। মুসলমানদের জন্য গুজরাট সুবিধার জায়গা নয়। তাই ২০০৭ সালে মুনাওয়ারের পরিবার চলে আসে মুম্বাইয়ে। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান মুনাওয়ার নানান পেশা শেষে থিতু হন কৌতুক বলিয়ে হিসেবে। গানও করেন মাঝেমধ্যে। দেড় বছরে ইউটিউবে তাঁর চ্যানেল দেখতে চাওয়া মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখ। কিন্তু জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে 'অপরাধী' হিসেবেও তাঁর অপবাদ জুটতে থাকে।

২০২১-এর শুরু থেকে মুনাওয়ার কমেডি শো নিয়ে বড় ধরনের বাধায় পড়তে থাকেন। ১ জানুয়ারি এক অনুষ্ঠান থেকে মধ্যপ্রদেশে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় বিজেপির অভিযোগের ভিত্তিতে। ধর্মবাদী এই দলের কর্মীদের অভিযোগ, মুনাওয়ার তাঁদের নেতা অমিত শাহকে নিয়ে ঠাট্টা করেছেন। ৩৭ দিন কারাভোগের পর ওই দফায় মুক্তি পেলেও বিজেপি ও তার বন্ধু সংগঠনগুলো মুনাওয়ারের বিরুদ্ধে লেগেছিল। যেখানেই তাঁর শো থাকত, সেখানেই বাধা আসত। সর্বশেষ এ রকম ঘটে কর্ণাটকে। ত্যক্তবিরক্ত মুনাওয়ার শেষ পর্যন্ত নভেম্বরে কৌতুকাভিনয় ছাড়ার ঘোষণা

দিলেন। এ-ও জানালেন, সর্বশেষ দুই মাসে তাঁর ১২টা অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তিতে। এ রকম বাধাদানকারীদের রুখতে রাষ্ট্র খুব একটা আগ্রহী নয়; কারণ, ভারতে অন্তত ১৮ রাজ্যে একক বা জোটগতভাবে বিজেপি ক্ষমতায়। ফলে সেখানে তাদের নিয়ে কৌতুক করে রক্ষা নেই। মুনাওয়ার কেন এত বাধা পেলেন এবং কেন তাঁকে অভিনয় ছাড়তে হলো, এ নিয়ে প্রবল বিতর্ক চলছে। বড় একদল মানুষের কাছে এর কারণ তাঁর ধর্মপরিচয়। আরেক অংশ বলছে, ধর্ম-জাতিনির্বিশেষে দেশটিতে মুক্তচিন্তা ও তার প্রকাশের রাস্তা ক্রমে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মুনাওয়ার তার সর্বশেষ শিকার। উদাহরণ হিসেবে ভির দাসের কথা উঠেছে। ইনিও ভারতীয় এবং ধনাঢ্য হিন্দু। 'ভারতের সমাজ নিয়ে কৌতুকের অপরাধে' তিনিও মধ্যপ্রদেশে নিষিদ্ধ হলেন নভেম্বরে।

বাক্স্বাধীনতা কেবল গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি নয়। মানবসভ্যতার সামগ্রিক প্রগতির চাকা চালু থাকে মুক্ত মতের ডানায়প্রতীকী ছবিভির দাস কৌতুক করেছিলেন সুদূর ওয়াশিংটনে। তাতেও মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নরোত্তম মিশ্রের গায়ে লেগেছে সেটা। ১২ নভেম্বর একটি উপস্থাপনায় ভারতীয় উপমহাদেশে সামাজিক স্ববিরোধিতার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে ভির দাস বলছিলেন, এখানে 'মানুষ নারীকে পূজা করলেও আবার ধর্ষণও করছে, এখানে নিরামিষভোজী হওয়া নিয়ে গর্ব করা হয় অথচ শাকসবজি উৎপাদকদের মারা হয়।' 'দুই ভারত' শিরোনামে প্রচারিত ভির দাসের এই কৌতুকে বিজেপি চলমান কৃষক আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতির গন্ধ পায়। কিন্তু এই অভিনেতাকে নিষিদ্ধ করার ফরমানে বলা হয়েছে ভিন্ন কথা'দেশের ভাবমূর্তির ক্ষতি করেছেন তিনি'। কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলো সব সময় নিজেদের দেশ হিসেবে ভাবতে শুরু করে। তাদের রাজনীতিকেই দেশের ভাবমূর্তি আকারে হাজির করে। এ রকম দেশতুল্য শক্তির পক্ষে দাঁড়ানোর মতো 'শিল্পী'রও অভাব হয় না কোনোকালে। ভারতেই কঙ্গনা রনৌতের মতো বিজেপি-সমর্থক অনেক শিল্পী ভির দাসের কৌতুককে একধরনের 'সন্ত্রাস' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মুনাওয়ারকে তাঁরা বলেন 'বিতর্কিত চরিত্র'। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর কাছেও জারগানা একই রকম 'বিতর্কিত চরিত্র'। ২০০৮ সালে সরকার এই কৌতুক অভিনেতাকে একবার ৩৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। ২০১১ সালে মুক্তি পাওয়ার পর এবার তাদের হাতে আবার আটক হন। গত ১৯ অক্টোবর শর্ত সাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। 'শর্ত'টি যে কী, সেটা পাঠকমাত্র বুঝতে পারবেন।জারগানা, ভির দাস ও মুনাওয়ারের মতো অভিজ্ঞতা দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় দেশে বহু অবাধ্য শিল্পীর ঝুলিতে আছে। 'ভাবমূর্তি' ও 'অনুভূতি'র তলোয়ার হাসিঠাট্টাময় শিল্পকলার ওপর সব সময় ঝুলিয়ে রাখা আছে। আফগানিস্তানে নজর মোহাম্মদকে হত্যা যে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, তার প্রমাণ এই নভেম্বরে প্রচারমাধ্যমের জন্য তালেবানের আট দফা নির্দেশনা। সেসব দফায় কৌতুক নিয়েও বিধিনিষেধ আছে। আফগান সমাজকে নৈতিকভাবে শুদ্ধ' রাখতে এ রকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে তালেবান নেতাদের যুক্তি।গণতন্ত্রের দুর্দিনে মূলধারার রাজনীতির এ রকম যুক্তির প্রভাব পড়ছে বিদ্যমান আইন-আদালতেও। মুনাওয়ার ফারুকি ফেব্রুয়ারিতে উচ্চ আদালত থেকে জামিন পাওয়ার আগে তিন জায়গায় স্থানীয় আদালতে জামিনের আবেদন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অক্টোবরে এনডিটিভিতে এক সাক্ষাৎকারে মুনাওয়ার জানিয়েছিলেন, তাঁর ফোনে প্রতিদিন বহুবার হত্যার হুমকি আসত। এর জন্য অবশ্য রাষ্ট্র ও সরকার তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রচর্চার যত আকাল দেখা যাচ্ছেরাজনীতি ও প্রশাসন নিয়ে ঠাট্টা-মশকরাকারীদের জেলে ভরতে তত সুবিধা হচ্ছে ক্ষমতাধরদের।

অথচ কর্তৃত্ববাদের কালে কার্টুন, কৌতুক ইত্যাদি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। রাজনৈতিক কৌতুকের গুরু জর্জ অরওয়েল একদা লিখেছিলেন, 'কৌতুক সংক্ষিপ্ত বিপ্লবের মতো'। বিশেষ করে দমবন্ধ কর্তৃত্বের কালে। অরওয়েল এটা লিখেছিলেন ১৯৪৫ সালে লন্ডনের লিডার ম্যাগাজিনে। সেই লেখায় বিস্তারিত বিবরণ ছিল কীভাবে বিদ্যমান আইনতন্ত্রকে এড়িয়ে কৌতুক 'ক্ষমতাধর'দের মাটিতে এনে দাঁড় করাতে পারে। সেই বলার পর, মাঝের ৭৬ বছরে কৌতুক ও কর্তৃত্বের পারস্পরিক মোকাবিলা দুনিয়াজুড়ে থেমে ছিল না। মুনাওয়ার কিংবা নজর মোহাম্মদ তার একদিকের শিকার। অন্যদিকের দৃশ্য হলো অনেকে এখনো হাল ছাড়েনি।কর্তৃত্ববাদী সমাজে কার্টুন, কৌতুক ইত্যাদি জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে। সমাজের আবেগ-অনুভূতির প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠছে তা। এসবে মানুষ তাদের অবদমিত আবেগের প্রকাশ দেখে স্বস্তি পায়, সুখের অনুভূতি বোধ করে। কিন্তু অনেক শাসক তাতে বিব্রতও বটে।২৪ নভেম্বর বড় এক আন্তর্জাতিক সংবাদ ছিল এ রকম: গণচীন ৮৮ জন তারকা শিল্পীকে কালো তালিকাভুক্ত করেছে'দেশের নৈতিক মান' লঙ্ঘনের দায়ে। আগের দিন দেশটির সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দেয়। ২০১৮-এর পর চীনে এ রকম 'কালো তালিকা'র নবম কিস্তি এটা। এই 'কালো'দের নিয়ে দেশটির কোনো সংস্থা বিনোদনমূলক কিছু বাজারজাত করতে পারবে না আর।চীনের বাতাস লেগেছে হংকংয়েও। স্থানীয় পুলিশের আপত্তিতে সেখানে 'হেডলাইনার' নামের ৩১ বছরের পুরোনো টিভি কৌতুক শো বন্ধ হয়ে গেল গত বছরের মাঝামাঝি। কৌতুক, কার্টুন, আঁকাআঁকি ইত্যাদির ওপর আঘাতের আরেক বিশ্ব ভরকেন্দ্র মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা। এ বছরের জানুয়ারিতে আরব বসন্তের ১০ম বার্ষিকীতে মিসরের কার্টুনিস্ট আশরাফ হামদি ফেসবুক পেজে 'ওরা আসছে' নামে একটা ভিডিও ছেড়েছিলেন। সেই থেকে তিনি বন্দী। ফেসবুকে তাঁর অনুসারী ১২ লাখ। এ থেকে তাঁর প্রতি সামাজিক পক্ষপাত আঁচ করা যায়। ভারতীয় কুনাল কামরাও যোগাযোগমাধ্যমে অনুরূপ জনপ্রিয়। তাঁর বিরুদ্ধেও এ বছর 'আইন ব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত' করার অভিযোগ তোলা হয়। বাস্তবে কুনালের গোপন অপরাধতিনি দেশটির শাসকদের একজন ভিন্নমতাবলম্বী। তাঁর চুটকিতে তার ছাপ পড়ে।

কুনাল ও মুনাওয়ারের ভাগ্য ভালো প্রাণে বেঁচে আছেন। মিসরের আশরাফ হামদির কপালে কী ঘটবে, সেটা বলা মুশকিল। কিন্তু এ রকম সবাই নতুন প্রজন্মকে আকর্ষণ করছে তীব্রভাবে। আবার এ-ও সত্য, বাংলাদেশের মতো অনেক দেশে টিকে থাকার সংগ্রামে অতিসতর্কতায় ছাপাকাগজ রম্যরচনাশূন্য হয়ে গেছে। শিশির ভট্টাচার্য্যের কার্টুন আর দেখা যায় না তাঁর পুরোনো কাগজে। কারাভোগের পর আহমেদ কবির কিশোর আবার কবে নির্ভয়ে আঁকবেন, তাঁর দর্শক সেটা জানে না।

কর্তৃত্ববাদীরা যে হাসিঠাট্টা-চুটকি ভয় পান, অপছন্দ করেন, তারও কারণ আছে। অহিংস ধারার রাজনৈতিক সংগঠকেরা এসবকে অনেক দিন ধরে কাজের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করছেন। সেই সূত্রেই 'লাফটিভিজম' নামে আন্দোলন-সংগ্রামের নতুন স্কুল তৈরি হয়ে গেছে। রাজনৈতিক রসিকতা দেশে দেশে অগ্রগতির কথিত কল্পগল্প এবং বাস্তবতার ফারাকে আলো ফেলে, ভীতির আবহ বদলায়, জনতার আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং কর্তৃত্বের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। অথচ 'কর্তৃপক্ষ' চায় জনতা ভয়ে থাকুক এবং তারা নিজেরা থাকতে চায় প্রশ্ন ও জবাবদিহির ঊর্ধ্বে। বরাবর তাঁদের প্রত্যাশা, শ্রোতা-দর্শক কেবল তাঁদের তৈরি 'চলচ্চিত্র' দেখবে- শুনবে-বিশ্বাস করবে। ফলে মুনাওয়ার ফারুকি থেকে বাংলাদেশের কলম গুটিয়ে নেওয়া কার্টুনিস্ট পর্যন্ত সবাই শাসকদের কাছে একটা প্রতিরোধী মনস্তত্ত্বের প্রতিনিধি। এ রকম মনোভাব এখন কোণঠাসা। কিন্তু এই প্রতিরোধী মনস্তত্ত্বের বয়সও রাজনীতির ইতিহাসের সমান, যা দীর্ঘ শীতঘুমের পর জেগে উঠতে সক্ষম আপন সৃষ্টিশীলতায়।

কার্টুন বা কৌতুক অভিনেতাদের দুর্দিনকে মতপ্রকাশের ওপর হামলার সম্প্রসারিত রূপ হিসেবেও দেখা যায়। 'ভাবমূর্তি' ও 'অনুভূতি' সুরক্ষার খোলসে ভিন্নমত দলনেরই বলি মুনাওয়ার, ভির দাস, নজর মোহাম্মদ কিংবা জারগানা। আল-জাজিরা ২৯ নভেম্বর লিখেছে, এদের বিরুদ্ধে যা হচ্ছে, সেটা কেবল মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া নয়, রুটিরুজি কেড়ে নেওয়াও।ভিন্নমতাবলম্বীকে এভাবে হাতে এবং ভাতেউভয় পথে মারা গণতন্ত্রের অন্তিমযাত্রার সমকালীন এক খণ্ডাংশ। তবে এর সঙ্গে মিলিয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন গণতন্ত্র সম্মেলনের উদ্যোগকে দেখা হয়, তখন নতুন আরেক বৈশ্বিক কৌতুক সামনে হাজির হয়। যে দেশ বিগত দশকগুলোতে বিশ্বজুড়ে 'রেজিম চেঞ্জ'-এর নামে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কয়েক ডজন সরকারকে মেরেকেটে অভ্যুত্থান করে হটিয়েছে, তারা এখন 'গণতন্ত্রের সম্মেলন' ডেকেছে। সেই আসরের দাওয়াতকে অনেক দেশের খুদে কর্তৃত্ববাদীরা নিজ নাগরিকদের কাছে তুলে ধরছে ইতিবাচক সনদ আকারে। আর আমন্ত্রণ না-পাওয়া সমগোত্রীয়দের জন্য এই 'উৎসব' হয়ে উঠেছে গভীর-গোপন মনঃকষ্টের কারণ। আপাতত এভাবেই জো বাইডেন রাজনৈতিক কৌতুকাভিনয়ের ইতিহাসে নতুন তারকা হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

সেই রাজনীতি কি নতুন ভারত গঠনের জন্য কাম্য ?

রাহুল গান্ধী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলেছেন, 'হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এক নয়।' এই মন্তব্য করার জন্য রাহুল গান্ধীকে অনেকেই উপহাস করছেন। কিন্তু এই কথাই স্যর উইলিয়াম জোনসও তাঁর 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র বক্তৃতায়, তাঁর লেখা চিঠিতে বারবার বলার চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক হিন্দুত্ববাদের সঙ্গে হিন্দু ধর্মের ফারাক রয়েছে।

১৭৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস। 'ক্রোকোডাইল' নামের একটি জাহাজ এসে ভিড়ল কলকাতা বন্দরে। জাহাজ থেকে নামলেন স্যর উইলিয়াম জোনস। শুরু হল তাঁর জীবনের 'ভারত-পর্ব'। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র প্রাণপুরুষ স্যর উইলিয়াম জোনসের সংস্কৃত ভাষা এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি অনুরাগ কতটা ছিল, তা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জানি।জাহাজে আসার সময় 'ইন্ডিয়া' তথা ভারতকে কেন্দ্র করে সমগ্র এশিয়াভিত্তিক নানা বিষয়ে গবেষণার চিন্তা তাঁর মনে ছিল। এ-বিষয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী-র সঙ্গেও আলোচনা করতেন। উইলিয়াম জোনস তাঁর লেখা বিভিন্ন চিঠিতে বারবার উল্লেখ করেছেন হিন্দু ধর্মের শিকড়ের কথা। তিনি নানা সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন এবং গবেষণা করতেন। খ্যাতনামা প্রাচ্যবিদ্যাবিদ চার্লস উইলকিন্সকে লেখা একটি চিঠিতে উইলিয়াম জোনস লিখছেন, "আমি বেনারস থেকে সবেমাত্র একটি সংস্কৃত গ্রন্থ পেয়েছি। আলি ইব্রাহিম খান সেই সংস্কৃত গ্রন্থটি পাঠিয়েছিলেন। এই গ্রন্থটি আমাকে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল। আমার মনে হয়, যতক্ষণ না এটি থেকে আমি অর্থ উদ্ধার করতে পারি, ততক্ষণ আমি হতবুদ্ধি হয়ে থাকব। মলাটের পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থটিকে 'ইউতমৎইয়াকিয়ুলক' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এর ভিতরে বলা হয়েছে, 'ধর্মশাস্ত্র মনুস্মৃতি'।" উইলিয়াম জোনস আরও লিখেছেন, 'এই আকর্ষণীয় রচনাটির একটি অনুলিপি পেলে, তারপর ভাল কোনও পণ্ডিতের সহযোগিতা নিয়ে আমি মূল গ্রন্থটির অধ্যয়ন শুরু করব।' এইভাবে তিনি সংস্কৃত শ্লোক চর্চা করতেন।

উইলিয়াম জোনস ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে সূর্যস্তোত্র রচনা করলেন। এটি 'দ্য এশিয়াটিক জার্নাল অ্যান্ড মান্থলি মিসলেনি'-তে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর রচিত এই স্তোত্রে সৌরশক্তির উৎস সূর্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দু ধর্মের মজা এইখানে যে, বৈজ্ঞানিক উপাদানের সঙ্গে পুরাণকথার মিশ্রণ ঘটছে এই স্তোত্রে স্তোত্রে।' মার্চ মাসে কলকাতার সূর্যের প্রখরতার প্রতি ইঙ্গিত করছেন তিনি। তারপর বলছেন, গঙ্গায় এসে মানুষ যে সূর্যকে প্রণাম জানায়, সেই হিন্দু আচারের সঙ্গে কী সাংঘাতিকভাবে নানা সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা জড়িয়ে রয়েছে! উইলিয়াম জোনসের এইসব চিঠি পড়তে পড়তে দেখছিলাম, ওঁকে এইসব সংস্কৃত গ্রন্থ এবং হিন্দু ধর্মের নানা পুরাণকোষ পাঠিয়েছিলেন আলি ইব্রাহিম খান, যিনি নিজে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন না।পাঠক হয়তো ভাবছেন, এখন হঠাৎ উইলিয়াম জোনসের কথা মনে করছি কেন। রাহুল গান্ধী সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে বলেছেন, 'হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি এক নয়।' এই মন্তব্য করার জন্য রাহুল গান্ধীকে অনেকেই উপহাস করছেন। আবার অনেকে এও বলছেন যে, এই সব কথা বলা

মানে বিজেপির আরও সুবিধা করে দেওয়া। কেননা, বিজেপি হিন্দুত্বকে রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা করতে চাইছে। কাজেই সে-ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানানোর অর্থ হল, বিজেপির ফাঁদে পা দেওয়া।সম্প্রতি জয়পুরে অশোক গেহলটের এক বিশাল জনসভা হল। সেখানে সোনিয়া গান্ধী উপস্থিত ছিলেন, যদিও তিনি সেখানে বক্তৃতা দেননি। রাহুল এবং প্রিয়াঙ্কা দু'জনেই সেখানে বক্তৃতা দেন। রাহুল হিন্দুত্ববাদ এবং হিন্দু ধর্মের ফারাকের কথা বললেও প্রিয়াঙ্কা সে-পথে না গিয়ে আক্রমণ করলেন নরেন্দ্র মোদি সরকারকে। উল্লেখ করলেন মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, পেট্রোল-ডিজেলের দাম, কর্মহীনতা, করোনা প্রতিষেধকের বণ্টন নিয়ে প্রশাসনিক ব্যর্থতা ইত্যাদির কথা।কংগ্রেসের বেশ কিছু নেতা আমাকে বলছিলেন, বরং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপির ফাঁদে পা না দিয়ে, নিজে চণ্ডীপাঠ করে, কলকাতা পুরনির্বাচনের আগে 'ইউনেসকো'-র দুর্গাপুজোকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টিকে তুলে এনে আরও সঠিকভাবে মোদির বারাণসীর গঙ্গা-স্নানের রাজনীতির মোকাবিলা করতে পারছেন। অর্থাৎ, মমতা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছেন। হালে সলমন খুরশিদ থেকে শুরু করে শশী থারুর-সহ কংগ্রেসের বহু নেতা তো বই লিখেও হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুত্বের তফাতটা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, এসব তাত্ত্বিক আলোচনা করে, বিশেষত হিন্দু বলয়ে কি রাজনীতির ফায়দা পাওয়া যায়? কেননা, সেখানে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিয়েই বিজেপি রাজনীতি করছে।সন্দেহ নেই, পরিস্থিতিটা জটিল। কিন্তু এখন রাজনীতির ফায়দা কার হবে এবং কার হবে না-সে আলোচনা না করে, আমি শুধু এটাই বলতে চাইছি যে, রাহুল গান্ধী যেটা বলতে চাইছেন, সেই কথাটাই কিন্তু স্যর উইলিয়াম জোনসও তাঁর 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র বক্তৃতায়, তাঁর লেখা চিঠিতে বারবার বলার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত, বাংলা এবং বাঙালির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিন্দু ধর্ম ঠিক হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডায় কোনও দিনই পরিচালিত হয়নি। হিন্দু ধর্ম বহুত্ববাদী ধর্ম, যা সকলকে নিয়ে চলার দর্শনেই লালিত-পালিত হয়েছে।১৮৭২ সালের সেনসাসের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম ছিল 'স্টেটমেন্ট অফ ন্যাশনালিটিজ, রেসেস, ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্ট'। 'রেজিস্টার অফ দ্য ব্রিটিশ কলোনিজ অফ বেঙ্গল অফিস' লিপিবদ্ধ করেছিল যে, হুগলি এবং হাওড়ায়, যেটি তখন বর্ধমান ডিভিশনের অধীনে ছিল, সেখানে নানা ধরনের 'ন্যাশনালিটিজ' রয়েছে। ২৫ জন আর্মেনিয়ান, ১২ জন ইহুদি এবং চার জন চাইনিজ, এমনকী, বহু ফরাসি নাগরিকও ছিলেন। তার ফলে বাংলার যে নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, সেখানে বিভিন্ন ধর্মের সমাবেশ হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে, বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি এই অন্যান্য ধর্মগুলিও পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় উপস্থিত ছিল।বাংলার নাগরিক সমাজে বাঁকবদল ঘটে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সূত্রে (১৮৩৬-১৮৮৬)। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্বের এমিরিটাস অধ্যাপক অশোক বসু তাঁর 'দ্য রাইজ অফ সিভিল সোসাইটি ইন বেঙ্গল' বইয়ে দেখিয়েছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের যে হিন্দু ধর্ম, তা আসলে স্পিরিচুয়াল হিউম্যানিজম। এই মানবতাবাদকে স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) শুধু ভারতে নয়, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। আসলে সেই হিন্দু ধর্মের কথা তাঁরা বললেন, যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, জৈন ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, এমনকী, জরাথ্রুস্টবাদও মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।১৮৫৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানি তৈরি হয়। আর তার সঙ্গে প্রযুক্তির যে অনুপ্রবেশ ঘটে ভারতীয় মাটিতে, তা হিন্দু ধর্মকে আরও ফুলে ফলে বিকশিত করে। উইলিয়াম জোনস সুদূর লন্ডন থেকে এসে হিন্দু ধর্মের এই সারসত্যটি বুঝে ফেলেছিলেন। তিনি অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষা পেয়ে কলকাতায় আসেন। তিনি বারবার বলেছেন, 'আমি যেন এক তৃষ্ণার্ত হরিণ'। সংস্কৃত ভাষায় আমি একটি শ্লোক রচনা করেছি, যেখানে আমি বলতে চেয়েছি, 'এক তৃষ্ণার্ত হরিণ যেমন মিষ্টি জলের সরোবরের দিকে ছুটে যায়, আমি তেমনই সমস্তরকম পিপাসা নিবৃত্তির জন্য অমৃতময় জ্ঞান-রূপ জলাশয়ের প্রতি ধাবিত হয়েছি।' আর সেই জলাশয় হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে নিহিত ছিল, যে হিন্দু শাস্ত্র কখনও মুসলিম-বিরোধী তো দূরের কথা, কোনও ধর্মকেই আঘাত করার কথা বলে না।

শুধু ভারতকে জরিমানা নয়, রাশিয়াকে 'শাস্তি' দিতে আরও পরিকল্পনা করেছেন ট্রাম্প !

নয়াদিল্লি ঃ খনিজ তেল বিক্রিকেই রাশিয়ার যুদ্ধের নেপথ্যে আর্থিক উৎস বলে মনে করছে আমেরিকা। দাবি, খনিজ তেল বিক্রি করে যে টাকা রাশিয়া পাচ্ছে, সেটাই ইউক্রেনের যুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। ফলে পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ থামছে না। রাশিয়ার সঙ্গে তেলের বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ায় ভারতের উপর নেমে এসেছে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া। ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে ভারতীয় পণ্যের উপর। এ ভাবে পরোক্ষে রাশিয়াকেই 'শাস্তি' দিতে চাইছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্লুমবার্গের একটি রিপোর্টে দাবি, শুধু ভারতকে জরিমানার মধ্যেই রাশিয়ার 'শাস্তি' সীমাবদ্ধ থাকছে না। বরং আরও কিছু পরিকল্পনা করে রেখেছেন ট্রাম্প। ফলে আরও কিছু দেশের উপর আমেরিকার কোপ পড়তে পারে।

জ্বালানি, বিশেষত খনিজ তেল বিক্রিকেই রাশিয়ার যুদ্ধের নেপথ্যে আর্থিক উৎস বলে মনে করছে আমেরিকা। দাবি, খনিজ তেল বিক্রি করে যে টাকা রাশিয়া পাচ্ছে, সেটাই ইউক্রেনের যুদ্ধে কাজে লাগাচ্ছে। ফলে পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধ থামছে না। আমেরিকা এবং ইউরোপের দেশগুলি রাশিয়ার উপর যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল যুদ্ধ শুরুর পরপরই, তাতে লাভ হচ্ছে না। এর জন্য সরাসরি ভারতকে দায়ী করেছেন ট্রাম্প। দাবি করেছেন, ভারত রাশিয়ার খনিজ তেল এবং অস্ত্র কিনে চলেছে। এই অর্থ ইউক্রেন যুদ্ধে খরচ হচ্ছে। অর্থাৎ, ইউক্রেনে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে রাশিয়াকে সাহায্য করছে নয়াদিল্লি। ট্রাম্পের এহেন অভিযোগের জবাবে ভারত একাধিক বার অবস্থান স্পষ্ট করেছে। জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক বাজারদরের কথা মাথায় রেখেই বাণিজ্যনীতি স্থির করা হয়, জানিয়েছে ভারত।

ব্লুমবার্গের রিপোর্ট বলছে, রাশিয়ার গোপন তেল ট্যাঙ্কারের বহর ইউক্রেন যুদ্ধের নেপথ্যে অন্যতম প্রধান আর্থিক সহায়ক। আমেরিকা এবং ইউরোপের নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে গোপনে সমুদ্রে যাতায়াত করে ওই সব ট্যাঙ্কার। বেশ কিছু দেশ তাতে সাহায্যও করে। এই সমস্ত ট্যাঙ্কার পরিচালনায় রাশিয়াকে যারা সাহায্য করছে, আমেরিকার কোপ এ বার পড়তে চলেছে তাদের উপর। গোপন ওই ট্যাঙ্কার বহরের উপর আমেরিকা নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। যারা ট্যাঙ্কারগুলিকে সাহায্য করছে, তাদের উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হতে পারে। রাশিয়াকে এ ভাবে কোণঠাসা করে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কিছু দিন আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির চিফ অফ স্টাফ অ্যান্ড্রি ইয়েরমাক সমাজমাধ্যমে রুশ তেল ট্যাঙ্কারের উপরে আলোকপাত করেছিলেন। দাবি করেছিলেন, যুদ্ধের অর্থের প্রধান উৎস এই সমস্ত ট্যাঙ্কার। তাঁর কথায়, "রাশিয়া যে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চলতে পারছে এবং যুদ্ধের অর্থ জোগাড় করতে পারছে, তার মেরুদণ্ড তাদের ট্যাঙ্কারের ছায়াবহর।" জ্বালানি থেকে পুতিনের আয় কী কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, আমেরিকার আধিকারিকেরা তা দেখছেন। বিভিন্ন তেল সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হতে পারে। চলতি শুল্কের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। যে করেই হোক, তেল থেকে রাশিয়ার আয় কমাতে মরিয়া ট্রাম্প। তাঁর আশা, এই চাপের কাছে নতিস্বীকার করবেন পুতিন। ইউক্রেনে যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন। যদিও বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, তা অত সহজে হবে না। ট্রাম্প যে পদক্ষেপই করুন, সহজে যুদ্ধবিরতি নিয়ে সমঝোতা হবে না পুতিন এবং জেলেনস্কির মধ্যে। তবে ইতিবাচক আলোচনা শুরু হতে পারে। বুধবার রাশিয়ায় গিয়ে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ। ক্রেমলিন থেকে এখনও পর্যন্ত সেই বৈঠক প্রসঙ্গে তেমন কিছু জানানো হয়নি। তবে ট্রাম্প দাবি করেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলেই এই আলোচনা ইতিবাচক হল কি না, সেই সম্ভাবনাও ভাসিয়ে রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

নগদকাণ্ড: নিয়ম মেনেই সব কিছু হয়েছে!
তদন্ত কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে বিচারপতি বর্মার আর্জি খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

নয়াদিল্লি ঃ চলতি বছর দোলের দিন দিল্লি হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বর্মার বাসভবনের গুদামে আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা শীর্ষ আদালত গঠিত অভ্যন্তরীণ কমিটির রিপোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা করেছিলেন নগদকাণ্ডে নাম জড়ানো বিচারপতি যশবন্ত বর্মা। কিন্তু বিচারপতির ওই আর্জি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি এজি মসীহর বেঞ্চ জানায়, নিয়ম মেনেই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং তার পর যে ভাবে তদন্তপ্রক্রিয়া চলেছিল, তার মধ্যে অবৈধ কিছু হয়নি।

চলতি বছর দোলের দিন দিল্লি হাই কোর্টের তৎকালীন বিচারপতি বর্মার বাসভবনের গুদামে আগুন লেগে যায়। দমকলকর্মীরা আগুন নেবাতে যাওয়ার পরে প্রথম নোটের কথা জানা যায়। দাবি করা হয়, সেখানে আধপোড়া নোটের বান্ডিল দেখা গিয়েছে। সেই থেকে বিতর্কের সূত্রপাত। বিতর্কের আবহেই দিল্লি হাই কোর্ট থেকে ওই বিচারপতিকে ইলাহাবাদ হাই কোর্টে বদলি করা হয়। পরবর্তী সময়ে মামলার জল গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শীর্ষ আদালত ওই ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য হাই কোর্টের তিন বিচারপতিকে নিয়ে একটি অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে। গত ৩ মে ওই অনুসন্ধান কমিটি একটি মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট জমা দেয় সুপ্রিম কোর্টে।ওই সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন সঞ্জীব খন্না। অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট খতিয়ে দেখে তিনিই অবসরগ্রহণের কয়েক দিন আগে বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট-এর (অপসারণ) সুপারিশ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছিলেন। যদিও রিপোর্টে কী উল্লেখ রয়েছে, তা প্রকাশ্যে আসেনি। তার পর অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট খারিজের আবেদন জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিচারপতি বর্মা।বিচারপতি বর্মার হয়ে আদালতে সওয়াল করেছিলেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। গত শুনানিতে অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশকে অসাংবিধানিক বলে দাবি করেন সিব্বল। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই ভাবে অপসারণপ্রক্রিয়ার সুপারিশ করা একটি বিপজ্জনক নজির সৃষ্টি করবে। তবে গত ৩০ জুলাই রায়দান স্থগিত রেখেছিল দুই বিচারপতির বেঞ্চ।শুনানিতে বিচারপতি বর্মাকে একাধিক প্রশ্ন করেছিল শীর্ষ আদালত। বিচারপতি আগে কেন অভ্যন্তরীণ অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হননি, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। গত ২৮ জুলাইয়ের শুনানিতে দুই বিচারপতির বেঞ্চ প্রশ্ন করে, কেন তদন্ত রিপোর্টটি মামলার নথিতে নেই? জবাবে বিচারপতি বর্মার আইনজীবী সিব্বল জানান, ওই নথি চাইলে যে কেউ দেখতে পারেন। পাল্টা বিচারপতি দত্ত বলেন, "তবুও মামলার নথির সঙ্গে সেটি থাকা জরুরি ছিল।" এ ভাবে মামলা দায়ের করাই উচিত হয়নি বলে মন্তব্য করে সুপ্রিম কোর্ট।নগদকাণ্ডে অভিযুক্ত ইলাহাবাদ হাই কোর্টের বিচারপতি যশবন্ত বর্মার ইমপিচমেন্ট (বরখাস্ত) নিয়ে রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদদের আনা প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন পদত্যাগী উপরাষ্ট্রপতি তথা রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। সংসদের উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভায় বিরোধী সাংসদদের আনা প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ধনখড় ইস্তফা দেওয়ার পরে সেই প্রক্রিয়া বাতিল হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাজ্যসভা সাংসদের সই বা রাজ্যসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়ের অনুমোদন মিললেও পরবর্তী সাংবধানিক প্রক্রিয়া শুরুর জন্য আনুষ্ঠানিক ভাবে সেটি সংসদের উচ্চকক্ষে পেশ করা হয়নি। ফলে গোটা প্রক্রিয়াটি বাতিল করা হচ্ছে। রাজ্যসভার নতুন চেয়ারম্যান দায়িত্ব না-নেওয়া পর্যন্তইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লোকসভায় এই প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। অন্তত ১০০ জন সাংসদ ইমপিচমেন্ট প্রস্তাবে সই করে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার কাছে তা জমা দেওয়ার পরে স্পিকার তা গ্রহণযোগ্য মনে করলে বিচারপতি বর্মার বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করবেন।সেপ্টেম্বরে নতুন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার পরে রাজ্যসভাতেও এই প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। তবে সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বর্মার আর্জি খারিজের পর এই ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়া আরও ত্বরান্বিত হতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

১২ হাজার ছাঁটাইয়ের অশনিসঙ্কেতের মধ্যেই মিলল সুখবর! ৮০ শতাংশ কর্মীর বেতন বাড়াচ্ছে টিসিএস

নয়াদিল্লি ঃ টিসিএসের মুখ্য মানবসম্পদ আধিকারিক মিলিন্দ লক্কড় এবং কে সুদীপ একটি অভ্যন্তরীণ ইমেলের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন। এই বৃদ্ধির আওতায় পড়বেন সংস্থার ৮০ শতাংশ কর্মী। দিন কয়েক আগেই ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা ঘোষণা করেছিল টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস। সেই ডামাডোলের মাঝেই সংস্থার কর্মীদের সুখবর দিল সংস্থাটি। আগামী মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বর থেকেই সংস্থার ৮০ শতাংশ কর্মীর বেতনবৃদ্ধির কথা ঘোষণা করল টিসিএস। টিসিএসের মুখ্য মানবসম্পদ আধিকারিক মিলিন্দ লক্কড় এবং কে সুদীপ একটি অভ্যন্তরীণ ইমেলের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের এই বেতন বৃদ্ধির কথা জানিয়েছেন। সংস্থার দাবি তাঁদের প্রায় ৮০ শতাংশ কর্মী এই নতুন কাঠামোয় বেতনের সুবিধা পেতে চলেছেন। সংস্থার সি৩এ ও তার সমপদমর্যাদার কর্মীদের বেতনে বড়সড় বদল আনতে চলেছে টিসিএস।দেশের অন্যতম বড় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টিসিএসে গ্রেড অনুযায়ী কর্মীদের একাধিক শ্রেণিবিভাগ রয়েছে। এই কাঠামোর সর্বনিম্ন স্তরে আছেন প্রশিক্ষণপ্রাপ্তেরা। এঁরা ওয়াই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এর পর উপরের দিকে রয়েছেন যথাক্রমে সি১, সি২, সি৩ (এ ও বি), সি৪ এবং সি৫ গ্রেডের কর্মীরা। সি১ স্তরে মূলত সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারদের রেখেছে টিসিএস। একদম উপরের দিকে থাকেন সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট স্তরের আধিকারিকেরা। সি৩ এবং তার উপরের দিকের কর্মীদের সিনিয়র কর্মচারী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইমেলে লেখা হয়েছে, "টিসিএস অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছে, ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৮০ শতাংশ কর্মীর বেতন বাড়তে চলেছে। সি৩এ ও সমমানের গ্রেড পর্যন্ত সকল যোগ্য সহযোগীদের বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা করা হল। এটি ১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।"

যদিও টিসিএস বেতনবৃদ্ধির পরিকল্পনা সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রকাশ করেনি। কত পরিমাণ বেতন বাড়বে, কাদের কতটা বাড়বে ইত্যাদি আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি। শেষ মূল্যায়নের ধাপে, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে বার্ষিক ৪.৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশ পর্যন্ত বেতনবৃদ্ধির ঘোষণা করেছিল সংস্থা। এ ছাড়াও সংস্থার সেরা নির্বাচিত হওয়া কর্মীদের উৎসাহভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল। বর্তমানে টিসিএসের মোট কর্মীর সংখ্যা ৬ লক্ষ ১৩ হাজার। এর দু'শতাংশ, অর্থাৎ সব মিলিয়ে ১২ হাজার ২৬১ জন ছাঁটাই করার কথা জুলাইয়ের শেষের দিকে ঘোষণা করে দেশের অন্যতম বৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাটি। টিসিএসের দাবি, যাঁদের হাতে বর্তমানে কোনও কাজ নেই বা আগে থেকেই 'বেঞ্চড' করে রাখা হয়েছে তাদের ঘাড়েই নেমে আসতে চলেছে ছাঁটাইয়ের খাঁড়া।

জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে খাদে পড়ল সিআরপিএফের গাড়ি ! মৃত্যু দুই জওয়ানের, আহত ১২

নয়াদিল্লি ঃ পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটিতে মোট ২৩ জন জওয়ান ছিলেন। গাড়িটি কান্ডোয়া-বসন্তগড় রাস্তায় উঠতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার পর সেটি পাল্টি খেয়ে খাদে পড়ে।জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ল সিআরপিএফ জওয়ানদের গাড়ি। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বসন্তগড় এলাকার কন্ডোয়ায়। আচমকাই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার পর খাদে গিয়ে আছড়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই জওয়ানের। আহত হয়েছেন ১২ জওয়ান।পুলিশ সূত্রে খবর, গাড়িটিতে মোট ২৩ জন জওয়ান ছিলেন। গাড়িটি কান্ডোয়া-বসন্তগড় রাস্তায় উঠতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার পর সেটি পাল্টি খেয়ে খাদে পড়ে। স্থানীয়েরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল। আহত জওয়ানদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা অশঙ্কাজনক বলে পুলিশ সূত্রে খবর।উধমপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) সন্দীপ ভট্ট জানিয়েছেন, এই দুর্ঘটনায় দুই জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। আহত জওয়ানদের চিকিৎসা চলছে। কী ভাবে এই দুর্ঘটনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, রাস্তা খারাপ থাকায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। তার জেরেই দুর্ঘটনা।

মধ্যপ্রদেশে গণধর্ষণে ধৃত তিন, বন্ধুর সামনে থেকে দলিত তরুণীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ !

নয়াদিল্লি ঃ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) অরবিন্দ শ্রীবাস্তব সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দলিত তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনায় চার জন জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।মধ্যপ্রদেশে গণধর্ষণের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। আরও এক জনের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। রাজ্যের সিধি জেলার এই ঘটনায় হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (এএসপি) অরবিন্দ শ্রীবাস্তব সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, দলিত তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনায় চার জন জড়িত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে পুলিশের পাঁচটি দল গঠন করা হয়েছে।এএসপি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার এক বন্ধুকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন নির্যাতিতা। চুরহাট থানা এলাকাতেই তাঁরা ঘোরাঘুরি করছিলেন। কাঠুতার কাছে রাস্তার ধারে বাইক রেখে সামনেরই একটি পাহাড়ে গিয়েছিলেন দু'জন। কিছুটা যাওয়ার পরই চার যুবক তাঁদের ঘিরে ধরেন। তার পর তরুণীর বন্ধুর মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। মারধর করে তাঁকে তাড়িয়ে দেন। তার পর তরুণীকে ঘন জঙ্গলে টেনে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে গণধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তেরা তরুণীকে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেন।জঙ্গল থেকে কোনও রকমে বেরিয়ে আসেন তরুণী। কিছুটা দূরেই একটি নির্মাণকাজ চলছিল। সেখানে পৌঁছে নির্মাণকর্মীদের কাছে বিষয়টি জানান। তাঁরা পঞ্চায়েত প্রধানকে খবর দেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশের কাছেও। পুলিশ এসে তরুণীকে উদ্ধার করে সেমারিয়ার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। নির্যাতিতার কাছ থেকে অভিযুক্তদের সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়ার পরই তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এএসপি শ্রীবাস্তব। এই ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং নারীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরকারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী দল কংগ্রেস।প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পটওয়ারি এই ঘটনার নিন্দা করে বলেন, "গত তিন বছরে রাজ্যে দলিত এবং আদিবাসী মহিলার ধর্ষণের সংখ্যা ৭,৪১৮। ৩৩৮টি গণধর্ষণ।

নয়াদিল্লি ঃ বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের পর রয়েছে নৈশভোজ।

বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার সকালে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। যেতে যেতে তিনি যা বললেন, তাতে 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক এবং নৈশভোজে কী নিয়ে আলোচনা হতে চলেছে, তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলল। দেশ জুড়ে ভোটার তালিকার সংশোধন সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের তৎপরতা থেকে শুরু করে ভারতীয় পণ্যে আমেরিকার ৫০ শতাংশ শুল্ক, একাধিক বিষয়কে বিরোধীরা হাতিয়ার করতে চলেছে। অভিষেকের মুখে উঠে এল পহেলগাঁওয়ের জঙ্গি হামলার প্রসঙ্গও।সম্প্রতি রাজ্যের রাজ্যের দুই 'নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক' (ইআরও) এবং দুই সহকারী নির্বাচনী নিবন্ধন আধিকারিক (এআরও)-কে নিলম্বিত করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। চিঠি পাঠানো হয়েছে নবান্নে। এমনকি, ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগে এফআইআর দায়ের করতেও বলা হয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়গ্রামের সভা থেকে জানিয়ে দেন, কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে রাজ্যের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিষেক বলেন, "নির্বাচন কমিশন যে কাজ করছে, তা এক্তিয়ার বহির্ভূত। সাধারণত আদর্শ আচরণবিধি ঘোষণার পরে কমিশনের দায়িত্ব বা ক্ষমতা

কার্যকর হয়। তখন কমিশন রাজ্যের সার্বিক সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসন হাতে নিয়ে নিজেদের মতো পরিচালনা করতে পারে, যাতে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ ভোট হয়। কিন্তু এখন তো কমিশন নির্বাচিত সরকারকে কাজ করতে দেবে না বলে এক-দেড় বছর আগে থেকেই তৎপর।" অভিষেকের দাবি, কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিতেই কমিশন কাজ করছে। যে ভাবে এর আগে কেন্দ্র বিচারব্যবস্থা এবং সংবাদমাধ্যমের একাংশকে কাজে লাগিয়েছে, সে ভাবে এখন কাজে লাগানো হচ্ছে কমিশনকে। অভিষেক বলেন, "যাতে বাংলার প্রকৃত বাঙালিরা তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারেন, সেই চেষ্টা চলছে। ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য কমিশনের এই ভূমিকা নির্লজ্জ।" শুক্রবার দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দফতর ঘেরাও করতে চলেছে বিরোধীরা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষায় (এসআইআর) 'কারচুপির' যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। অভিষেক তাতে যোগ দেবেন। তার আগে বৃহস্পতিবারের নৈশভোজ এবং বৈঠকেও কমিশনের তৎপরতার প্রসঙ্গ উঠবে, অভিষেকের বক্তব্যে তারই ইঙ্গিত মিলল। ঘেরাও কর্মসূচির রূপরেখা বৃহস্পতিবারই স্থির করে নিতে পারেন অভিষেক বা। বিহারে এসআইআরে ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। পরের বছর ভোট রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ-সহ তিনটি অ-বিজেপি শাসিত রাজ্যে। তাই এই এসআইআর নিয়ে 'কারচুপি'-র অভিযোগের বিষয়টি জাতীয় স্তরে নিয়ে যেতে চাইছেন তৃণমূলনেত্রী মমতা। মূলত তাঁর পরামর্শেই শুক্রবারের ঘেরাও কর্মসূচির আয়োজন। অভিষেক বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচিত সরকার কেবল রাজ্যের মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য, আরও কারও কাছে নয়। বিচারব্যবস্থাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু ২০২১ সালের পর থেকে গত চার বছরে ৫০টিরও বেশি সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাই কোর্টে প্রভাব খাটানো হয়েছে তৃণমূলকে চাপে রাখতে এবং বাংলাকে ছোট করতে। আরজি কর নিয়েও বাংলার দুর্নাম ছড়ানো হয়েছিল সারা দেশে। কিন্তু কলকাতা পুলিশ ২৪ ঘণ্টায় যা করেছিল, সিবিআই এক বছরে তার বেশি কিছু করতে পারেনি।" জলজীবন প্রকল্পের টাকা কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে বলেও অভিযোগ অভিষেকের।তিনি বলেন, "যাঁদের হয়ে ট্রাম্প এখানে প্রচার করতে এসেছিলেন, যাঁরা ট্রাম্পের হয়ে আমেরিকায় প্রচার করতে গিয়েছিলেন, শুল্ক নিয়ে তাঁদের প্রশ্ন করা উচিত। কারণ এই শুল্কের প্রভাব পড়তে চলেছে দেশের অর্থনীতিতে। এটা আমাদের কূটনৈতিক ব্যর্থতা। কঠোর ভাবে এর মোকাবিলা করা উচিত।" ট্রাম্পের হয়ে মোদীর প্রচারের একটি ভিডিয়ো ক্লিপও দেখান অভিষেক। বিরোধীদের বৈঠকে শুল্ক নিয়ে কেন্দ্রকে চাপে ফেলার কৌশলও আলোচনা হতে পারে।পহেলগাঁওয়ের হামলার পর অভিষেক ভারতের সর্বদলীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে পাঁচটি দেশে গিয়েছিলেন। সরকারের সন্ত্রাসবিরোধী অবস্থান এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর কথা প্রচার ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু যে সমস্ত দেশে প্রতিনিধিদল গিয়েছে, অধিকাংশ দেশই পহেলগাঁওয়ের বিরোধিতা করে কোনও বিবৃতি পর্যন্ত দেয়নি। পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টিও করা হয়নি। কেন পাক অধিকৃত কাশ্মীর পুনর্দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে না? প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক।

নাবালিকা নিখোঁজ কাণ্ডে বজরং দলের লিখিত এজাহার নিয়ে থানার দ্বারস্থ অভিভাবক

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের যুবকের বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল আগরতলায়। বুধবার টিউশন সেরে ফেরার পথে নিখোঁজ হয় জিবি ইন্দ্রনগরের কমলাকান্ত পাড়ার এক নাবালিকা। পরিবারের অভিযোগ, ওই কিশোরীকে ফুসলিয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায় নন্দননগর এলাকার বাসিন্দা আনসার উদ্দিন নামে এক যুবক। ঘটনার সূত্র ধরে, শুক্রবার আগরতলা রেলস্টেশন থেকে ওই নাবালিকা ও যুবককে আটক করে পূর্ব মহিলা থানায় হস্তান্তর করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং দলের কর্মীরা। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় দায়ের করা এজাহারে দাবি করা হয়েছে, অভিযুক্ত যুবক কিশোরীকে বেঙ্গালুরুং নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল এবং

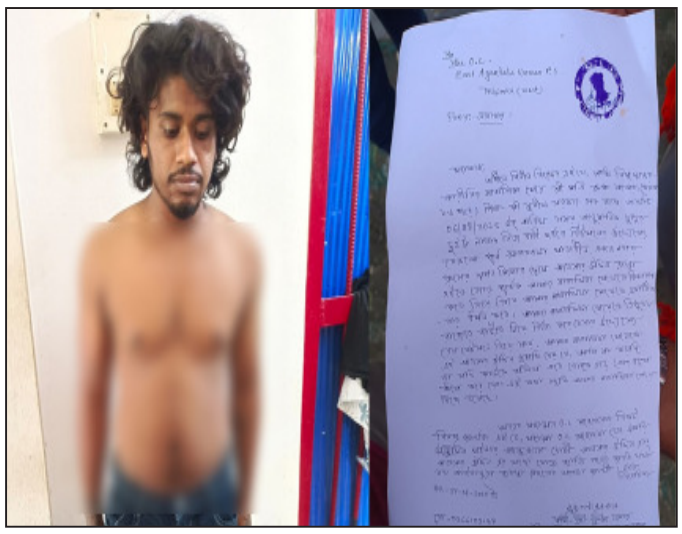

পাচারের উদ্দেশ্যে অপহরণ করে। এজাহারে আরও উল্লেখ রয়েছে, একাধিকবার ওই যুবক নাবালিকার প্রতি শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও, এখনও পর্যন্ত কিশোরীর মেডিক্যাল পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া যায়নি এবং পুলিশের তরফেও সেই বিষয়ে কোনও নিশ্চিত মন্তব্য করা হয়নি। এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, অভিযুক্ত যুবকের পরিচয় এবং ধর্ম পরিচয় সম্পর্কে নাবালিকার পরিবার প্রাথমিকভাবে কিছুই জানতেন না। পরবর্তীতে বজরং দলের সহায়তায় তারা এসব তথ্য জানতে পারেন বলে দাবি করেছেন কিশোরীর মা। পাশাপাশি, বজরং দলই থানায় একটি লিখিত এজাহার জমা দেয়, যা ভিত্তিতে মামলা রুজু করা হয়েছে। তবে, এই ঘটনায় আদৌ অপহরণ হয়েছিল, নাকি এটি ছিল পারস্পরিক সম্মতিতে দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কিশোর-কিশোরীর প্রেমঘটিত সম্পর্কসে প্রশ্নও উঠে আসছে। কিশোরীর পরিবারের বক্তব্যে সামঞ্জস্য না থাকায় সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। একদিকে মেয়ের মা দাবি করছেন, অভিযুক্তকে চেনেন না, নাম-পরিচয় কিছু জানেন না; অন্যদিকে, পরবর্তীতে তিনি নাম-ঠিকানাও জানিয়ে দিচ্ছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বজরং দলের সক্রিয় ভূমিকা ও চাপের প্রেক্ষিতে মামলাটি দায়ের হয়েছে কিনা, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন এলাকার কিছু নাগরিক। এখন পুলিশের পক্ষ থেকে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে সত্যতা প্রকাশ করার দিকে তাকিয়ে গোটা এলাকা।

কুকুর মাংস বিক্রি কে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, আহত ৭

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের হীরাছড়া এডিসি গ্রামে কুকুর মাংস খাওয়া ও বিক্রিকে ঘিরে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষে অন্তত সাতজন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার গভীর রাতে হঠাৎ এই হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে, যা মুহূর্তেই এলাকায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি করে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন একজন মহিলা সহ আরও ছয়জন পুরুষ। সকলেই বর্তমানে ভগবান নগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, কিছুদিন আগেই গ্রামে কয়েকজনের বিরুদ্ধে কুকুর কেটে খাওয়ার এবং তা বিক্রির অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তদের মধ্যে অন্যতম, পিন্টু দাস, ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতেই পিন্টু দাসের আত্মীয়রা অভিযোগকারী রাজারাম নুনিয়া মুন্ডার বাড়িতে হঠাৎ আক্রমণ চালায়। বাড়িতে থাকা রাজারামের স্ত্রী সুরি্য গৌড়, গোলাপ চাষা, বুধন চাষা ও সুলতান আলী সহ অনেকে এই হামলায় আহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, গোলাপ চাষা, তাঁর ছোট ভাই এবং সুলতান আলীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়, যার ফলে তারা গুরুতর জখম হন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে পাল্টা অভিযোগও উঠে এসেছে। পিন্টু দাসের আত্মীয়দের দাবি, রাজারাম ও তাঁর লোকজন চন্দন দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন। এই ঘটনায় চন্দন দাসের চোখে গুরুতর চোট লাগে এবং সমা বাউরীও আহত হন। সংঘর্ষের খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত বাহিনী। পুলিশ জানায়, গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দুই পক্ষের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। এই রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর এলাকাবাসীর মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপাতত শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। কুকুর শুধু একটি প্রাণী নয়, বহু মানুষের কাছে এটি একটি প্রিয় পোষ্য ও পারিবারিক সঙ্গী। মানবসমাজে কুকুরের ভূমিকা শুধুমাত্র নিরাপত্তা বা সঙ্গীতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আবেগ, বিশ্বাস ও মানবিক সম্পর্কের প্রতীক। কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রথা শুধুমাত্র অমানবিক নয়, এটি নৈতিকভাবে নিন্দনীয় এবং বহু দেশে আইনত অপরাধ। এছাড়া, এই ধরণের কাজ পশু নির্যাতনের সামিল এবং জনস্বাস্থ্যের জন্যও গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করতে পারে, কারণ কুকুর থেকে ছড়াতে পারে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ। বিশেষ করে যেখানে এই ধরনের আচরণ সমাজের মধ্যে বিভেদ, হিংসা ও সহিংসতা ডেকে আনে, সেখানে এটি শুধু ব্যক্তিগত অভ্যাস নয়, বরং সামাজিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব, কুকুরের মাংস খাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা উচিত আইন, নৈতিকতা ও জনসচেতনতার সমন্বয়ে। প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের উচিত পশুদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, এবং এমন সংস্কৃতি ও আচরণ বর্জন করা যা মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

উপজাতি ছাত্রাবাসের রাস্তার বেহাল দশা, দুর্ভোগে পড়ুয়ারা ও এলাকাবাসী

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অন্তর্গত উপজাতি ছাত্রাবাসে বসবাসকারী ছাত্রদের জন্য যাতায়াত এখন যেন এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন ষাট কার্ড এলাকায় অবস্থিত এই ছাত্রাবাসের সংযোগ রাস্তার বেহাল অবস্থা দীর্ঘ দুই দশকেও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, গত প্রায় ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটির কোনওরকম সংস্কার বা পাকা করণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমানে রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে, বর্ষার দিনে কাদায় পা আটকে যাওয়া এবং শুকনো দিনে ধুলোর গুঁড়োর ভেতর দিয়ে পথ চলাই যেন পড়ুয়াদের নিয়তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকি সাধারণ মানুষও এই রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে হিমশিম খাচ্ছেন। গাড়ি চলাচল তো সম্পূর্ণরূপে বন্ধই বলা যায়।

এই বেহাল রাস্তাটি শুধুমাত্র ছাত্রাবাসের শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের মাধ্যম নয়, বরং ষাট কার্ড এলাকার একটি অংশের জনগণেরও একমাত্র যোগাযোগের পথ। স্কুলগামী ছাত্র,বাজারমুখী ক্রেতা-বিক্রেতা এবং কর্মজীবী মানুষজন প্রতিনিয়ত এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। স্থানীয়দের ক্ষোভ, দীর্ঘদিন ধরে বারবার ব্লক প্রশাসন, পঞ্চায়েত, পূর্ত দপ্তর, গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এবং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টকে জানিয়েও কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শহরের প্রাণকেন্দ্রের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি কেন এত অবহেলিত — তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী। রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে ইতিমধ্যে একাধিকবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের কাছে। তবে সমস্যা থেকে মুক্তি মেলেনি। এলাকাবাসীর হুঁশিয়ারি, আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই যদি রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু না হয়, তবে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখন দেখার বিষয়, সংবাদ প্রকাশের পর প্রশাসন ও দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরগুলি এই জরুরি সমস্যার সমাধানে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। আপাতত ছাত্রাবাসের পড়ুয়া ও ষাট কার্ড এলাকার সাধারণ মানুষ আশাবাদী চোখে তাকিয়ে রয়েছেন প্রশাসনের দিকে।

লাথিকান্ডে বরখাস্ত টিএসআর জওয়ান

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। ডিউটিরত অবস্থায় এক যুবককে রাস্তায় ফেলে লাথি দেন টিএসআর জওয়ান সুমন দাস। ওই ঘটনায় টিএসআর-এর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা অভিযুক্ত সুমন দাসকে বরখাস্ত করেছে। এমনকি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি করেছেন কমান্ডেন্ট।

প্রসঙ্গত, আজ দুপুরে লক্ষ্মীবিনারায়ন বাড়ি রোড এলাকায় ডিউটিরত অবস্থায় এক যুবককে রাস্তায় ফেলে লাথি দেন টিএসআর জওয়ান সুমন দাস। সেই ঘটনাটি মোবাইলের ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। পরবর্তী সময় সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। সে টিএসআর তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের ওয়ার্ড বয় হিসেবে কর্মরত। এরপরই তৃতীয় ব্যাটেলিয়নের কমান্ডেন্ট বিনয় কিশোর দেববর্মা অভিযুক্ত সুমন দাসকে বরখাস্ত করেন। এমনকি তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি করেছেন কমান্ডেন্ট। দ্রুত কড়া পদক্ষেপ নিয়ে দৃষ্টান্ত রাখলো রাজ্য সরকার।

সীমান্ত রক্ষার পাশাপাশি নাগরিক সমাজের সঙ্গেও মজবুত বন্ধনে বিএসএফ: রতন লাল নাথ

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। দেশজুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের অংশ হিসেবে আজ পশ্চিম জেলার মোহনপুরে অবস্থিত বিএসএফ-এর ১০৪ নম্বর ব্যাটালিয়নে পৌঁছালেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। দেশপ্রেমের এই আবেগঘন মুহূর্তে সীমান্ত রক্ষাকারী সাহসী জওয়ানদের হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জ্ঞাপন করলেন মন্ত্রী। এই উপলক্ষে বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জাতীয় পতাকা কেবল একটি প্রতীক নয় এটি আমাদের আশা, ত্যাগ ও ইতিহাসের প্রতিচ্ছবি। তিনি বলেন বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের নিঃশব্দ সাহস ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রতিটি ভারতবাসীর মনে গর্ব জাগিয়ে তোলেন। আমাদের স্বপ্ন রক্ষায় যাঁরা দিন-রাত পাহারায় থাকেন, তাঁদের সঙ্গে আজ এই অনুষ্ঠান ভাগ করে নিতে পেরে গর্বিত। মন্ত্রী আরও বলেন, সীমান্ত সুরক্ষার পাশাপাশি বিএসএফ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচিতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিএসএফ শুধু সীমান্ত নয়, বরং সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নিয়মিত সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। এই বন্ধন আমাদের সামাজিক ঐক্য আরও দৃঢ় করে। অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী, বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ মিষ্টি ও খেলাধুলার সামগ্রী বিতরণ করেন।

ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। তথাকথিত উন্নয়নের আসল রূপ আবারও সামনে এল ধর্মনগরে। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ পদ্মপুর-তিলথই রোডে বৃহস্পতিবার মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনা ঘটে। শিববাড়ি এলাকার বাসিন্দা বিধানভূষণ চক্রবর্তী (৩৮) রাস্তায় পড়ে থাকা গভীর গর্তে বাইকসহ উল্টে গিয়ে গুরুতর আহত হন।

জানা গেছে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কারণে তিনি বাইকে করে পদ্মপুর রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় স্থানীয় টিভিএস শোরুমের সামনে রাস্তায় বিশাল এক গর্তে বাইকটি পড়ে যায়। ভারসাম্য হারিয়ে ছিটকে পড়ে গিয়ে তাঁর বাম হাত ভেঙে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা তৎক্ষণাৎ খবর দেন ধর্মনগর দমকল দপ্তরে। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিধানভূষণবাবুকে উদ্ধার করে দ্রুত ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুদিন ধরেই পদ্মপুর রোডের বেহাল দশা নিয়ে প্রশাসনকে একাধিকবার জানানো হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রতিনিয়তই ঘটছে দুর্ঘটনা, আর ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

বিদ্যুৎ দপ্তরের উদাসীনতা ও অবহেলায় ক্ষুব্ধ এক বিদ্যুৎ গ্রাহক

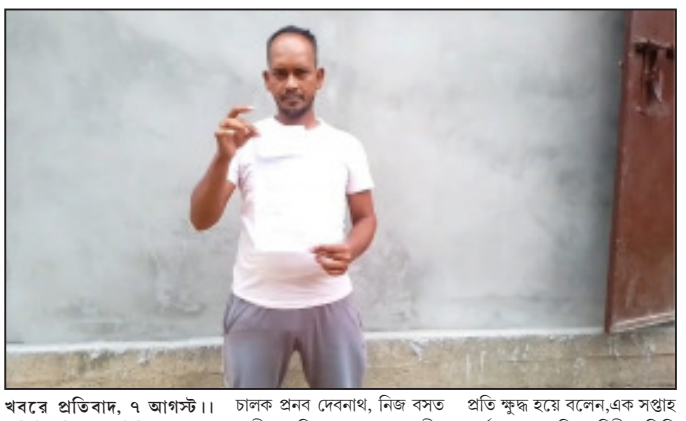

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। প্রতিদিন বিদ্যুতের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে রাজ্যের মানুষ। বিদ্যুৎ পরিসেবা নিয়ে ও মানুষের নানা রকমে অভিযোগ। কেউ কেউ অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলে নাজেহাল। এমনই এক ভোগান্তির শিকার সিপাহীজলা জেলার চড়িলাম বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত লালসিং মুড়া রামচড়া এলাকায় বাসিন্দা প্রনব দেবনাথ। পেশায় একজন অটো গাড়ী চালক। গাড়ী চালক প্রনব দেবনাথ, নিজ বসত বাড়ীতে বিদ্যুৎ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন দীর্ঘ দিন যাবত। বিদ্যুৎ সমস্যা নির্বারনে তিনি বিশালগড় জাঙ্গালিয়া বিদ্যুৎ দপ্তরের মৌখিক ও লিখিত ভাবে আবেদন করার পরও বিদ্যুৎ সমস্যা নির্বারনে তেমন কোন সদর্থক ভূমিকা গ্রহন করেনি বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে,বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন,এক সপ্তাহ পর্যন্ত তার ঘর বিদ্যুৎ বিহীন। তিনি আর বলেন, একটু বৃষ্টি হলেই এলাকায় দীর্ঘদিনের জন্যে বিদ্যুৎ অচল হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ দপ্তরকে জানানো পর, তাদের মর্জি মতো সারাই করতে আসে বলে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন তিনি। গোটা রাজ্য জুড়েই একই অবস্থা। বিদ্যুৎ দপ্তরের এই জীর্ণ দশায় ক্রমশই ক্ষোভ বাড়ছে রাজ্যের নানা প্রান্তের মানুষ জনদের মধ্যে।

কৈলাসহরে সারমেয় বিক্রিকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৭, এলাকায় চরম উত্তেজনা

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত হীরাছড়া এডিসি ভিলেজের ১ নম্বর ওয়ার্ডে সারমেয় মাংস এবং বিক্রিকে কেন্দ্র করে গতকাল গভীর রাতে দুই পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে গোটা এলাকা। এই ঘটনায় দুই পক্ষের মোট ৭ জন গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। যাদের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। সকল আহত বর্তমানে ভগবান নগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীনে রয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে হীরাছড়া এলাকায় সারমেয় কেটে খাওয়া এবং বিক্রির অভিযোগ ওঠে তিনজনের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের মধ্যে পিন্টু দাস নামে একজন ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিল। অভিযোগ, গতকাল রাতে পিন্টু দাসের আত্মীয়রা অভিযোগকারী রাজারাম নুনিয়া মুন্ডার বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায়। হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে রাজারাম নুনিয়ার স্ত্রী সুরি্য গৌড়, গোলাপ চাষা, বুধন চাষা ও সুলতান আলী সহ আরও কয়েকজন আহত হন।প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, গোলাপ চাষা, তাঁর ছোট ভাই এবং সুলতান আলীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়, ফলে তাঁরা গুরুতর আঘাত পান এবং রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

অন্যদিকে, পিন্টু দাসের আত্মীয়দের পাল্টা অভিযোগরাজারাম নুনিয়া মুন্ডা ও তাঁর লোকজন চন্দন দাসের বাড়িতে হামলা চালান। এই হামলা প্রতিরোধ করতে গিয়ে চন্দন দাস ও সমা বাউরী আহত হন। চন্দন দাসের চোখে গুরুতর চোট লাগে বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকারের নেতৃত্বে কৈলাসহর থানা এবং ইরানি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুললেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা

খবরে প্রতিবাদ, ৭ আগস্ট।। ফের একবার ঊনকোটি জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তুললেন কৈলাসহর ৫৩ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা। আজ সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জোরালোভাবে দাবি করেন, জেলার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং প্রশাসনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মনোভাবের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা বলেন, ''কিছুদিন পূর্বে আমি বলেছিলাম ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা নেই। আমার এই দাবির সাংবাদিকদের কাছে পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে জেলা পুলিশ সুপার বলেছিলেন ঊনকোটি জেলায় আইন শৃঙ্খলা সঠিক রয়েছে এবং প্রশাসন কাজ করছে। কিন্তু বাস্তব চিত্র ঠিক তার উল্টো।'' তিনি উদাহরণ টেনে বলেন, গত ৫ই আগস্ট একরাতেই কৈলাসহর মহকুমার অন্তর্গত পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চুরির ঘটনা ঘটে।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751